শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদের প্রথমে তত্ত্বনির্ণায়ক চৌদ্দটী শ্লোক। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথের মঙ্গলাচরণ ১৫-১৭শ শ্লোকে দিয়াছেন। প্রথম ১৪টী শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে সামান্যতঃ ছয় তত্ত্বের বন্দনা। তাহার বিশেষ ব্যাখ্যাতেই এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু-শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু ; তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া শিষ্যের অভিমান করিতে হইবে। ঈশভক্ত সিদ্ধ ও সাধক-ভেদে দুইপ্রকার। ঈশ—স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার কায়ব্যূহ। অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার, এইরূপ ত্রিবিধাবতার। তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের প্রকাশতত্ত্ব ও তৎসঙ্গে বিলাসতত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি—তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠাদ্যে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্রজের গোপীগণ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—ঈশতত্ত্ব এবং ভক্তসমুদয়—আবরণতত্ত্ব, অতএব তাঁহার শক্তি-বিশেষ। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বুদ্ধিতে নিত্য অভেদ এবং শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ বুদ্ধিতে নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অখণ্ডতত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হয়। এই সিদ্ধান্তের নাম বেদান্ত-সম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

卐 মঙ্গলাচরণারম্ভ 卐

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বের সামান্য নমস্কার ঃ—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

ইষ্টদেব-যুগলের প্রতি বিশেষ নমস্কার ; যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যবৎ নিতাই-গৌরের উদয় ও জীবে দয়া ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
হরিদাস স্বরূপ-গোঁসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ,
রূপ-সনাতন দুই ভাই।।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাসরঘুনাথ ভট্ট,
শিবানন্দ, কবিকর্ণপূর।
নরোত্তম, শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, কৃষ্ণদাস,
বলদেব, চক্রবর্ত্তীধুর।।
ঈশ-ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে,
'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' সার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত,
ভক্তবৃন্দ, করহ বিচার।।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ—নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ-সনাতন।।
রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি-কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ।।
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভকতিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ।।

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য তত্ত্ববস্তুর নির্দ্দেশ ; অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব
একই গৌর-কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি-ভেদ ঃ—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

আশীর্ব্বাদ ও গৌরাবতারের বাহ্যকারণ-বর্ণনমুখে ঔদার্য্যবিগ্রহ
মহাবদান্য গৌরের অতুল দান ঃ—
বিদগ্ধমাধব (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন-নির্দ্দেশমুখে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ
ও তদুভয়-মিলিত-তনু গৌরের তত্ত্ববর্ণন ঃ—
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন—গুহ্যকারণত্রয় ঃ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ বলদেবস্বরূপ নিত্যানন্দতত্ত্ব ও তৎপ্রণাম ;
তাঁহার পঞ্চরূপ ঃ—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

(১) বৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ-রূপ ঃ—

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

(২) প্রকৃতিবীক্ষণ-কর্ত্তা, জীব ও জগতের কারণ পরমাত্মা,
কারণোদশায়ী প্রথম পুরুষ ঃ—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

(৩) ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী সমষ্টিবিষ্ণু, পদ্মযোনি-পিতা,
গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ঃ—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥

(৪) বিশ্বপাতা ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ (৫) ভূধারী 'শেষ' ঃ—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ও তৎপ্রণাম ঃ—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ ও তাঁহাদের প্রণাম ঃ—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গৌরকথা-পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি,
আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্য-সুধা-পানে, বৈষ্ণব শীতলপ্রাণে,
আরো পিতে চাহে বার বার।।
এই দীন-অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে,
ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু-আজ্ঞা শিরে ধরি', যত্নে এই ভাষ্য করি,
সাধু-করে করিনু অর্পণ।।

অনুভাষ্য

এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
শ্রীবার্ষভানবী বরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার দয়িত-দাস নাম।।
হরিজন-সেবা-আশে, ভক্তিবৃদ্ধি-অভিলাষে,
প্রবাহভাষ্যের অনুগত।
গৌরজন-শাস্ত্র দেখি', সেই অনুসারে লিখি,
'অনুভাষ্য' রূপানুগমত।।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের উদ্দেশে গ্রন্থকার আদিতে চৌদ্দটী শ্লোক

নিজাভীষ্ট সম্বন্ধাধিদেবের প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

নিজাভীষ্ট অভিধেয়াধিদেবের প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

নিজাভীষ্ট প্রয়োজনাধিদেবের প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৮ ॥

গৌড়ীয়ের অভীষ্ট আরাধ্য-বিগ্রহত্রয় ঃ—

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি ; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন্।

১৬। জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

১৭। রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্‌গোপীনাথ বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্।

১৯। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব, গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজজন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

লিখিয়াছেন, তাহাতেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুর নির্দ্দেশ, শ্রোতৃগণকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিয়াছেন। আদিলীলার প্রথম সপ্ত পরিচ্ছেদে ক্রমশঃ ইহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫। গ্রন্থকারের স্ব-কৃত শ্লোক—

পঙ্গোঃ (স্বপদ্ভ্যাং নিজবলেন স্থানান্তরগমনেঽসমর্থস্য) মন্দমতেঃ (বিষয়াবিষ্টস্যাল্পধিয়ঃ অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনোদ্যমরহিতস্যৈকান্তিনঃ) মম গতী ('গম্যতে' ইতি গতিঃ আশ্রয়ঃ তথাভূতৌ) মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ (মম সর্ব্বস্বরূপে পদাম্ভোজে যয়োস্তৌ) সুরতৌ (দয়ালূ মিথোঽত্যন্তানুরক্তৌ বা) রাধামদনমোহনৌ (তত্তদভিধদেবৌ) জয়তাং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাম্)।

১৬। দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (দীব্যতি পরমোৎকৃষ্টে মনোহরে বৃন্দাবিপিনে কল্পবৃক্ষস্য অধোমূলে) শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ (পরমশোভাময়রত্নালয়াভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনা-বস্থিতৌ) প্রেষ্ঠালীভিঃ (সেবাপরাভিঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-পরিবৃত-শ্রীললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখীভিঃ) সেব্যমানৌ শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ [অহং] স্মরামি।

১৭। বেণুস্বনৈঃ (বংশীধ্বনিভিঃ) গোপীঃ (ব্রজগোপবধূঃ) কর্ষন্ (কৃষ্ণেতরবাসনাঃ শিথিলীকুর্ব্বন্ গৃহাৎ বংশীনিনাদরূপ-প্রেমরজ্জুবলেন আনয়ন্) শ্রীমান্ (পরমশোভাময়বিগ্রহঃ) রাস-রসারম্ভী (রাসরসপ্রবর্ত্তকঃ) বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবট-তরোর্মূলে অবস্থিতঃ সন্ স্বচ্ছন্দং বিহরতি সঃ) গোপীনাথঃ নঃ (অস্মাকং) শ্রিয়ে (প্রেমসম্পত্ত্যৈ) অস্তু (ভবতু)।

১৮। পাঠান্তরে এই পদ্যটী দৃষ্ট হয় না।

১৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ। গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভকর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।

'গৌড়ীয়'-শব্দে গৌড়-দেশীয়। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। তথায় পঞ্চ গৌড়দেশ —যথা, সারস্বত, কান্যকুব্জ, (লক্ষ্মণাবতী) মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গদেশকে অনেকে গৌড়দেশ বলেন; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর 'গৌড়' আখ্যা ছিল। উহাই পূর্ব্বে গৌড়পুর, পরে শ্রীমায়াপুর-নামে প্রসিদ্ধ। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়াভক্ত এবং দ্রাবিড়দেশীয় ভক্তগণকে যেমন দ্রাবিড়ী ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয়গণও গৌড়ীয়-ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। আবার দাক্ষিণাত্যও পঞ্চদ্রবিড়-সংজ্ঞায় পরিচিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চারিজনেই দ্রবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণান্ধ্রপ্রদেশে মহাভূত-পুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার বিমানগিরি-সমীপে 'পাজকম্'-ক্ষেত্রে, নিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌর-

আদি চতুর্দ্দশ-শ্লোকে স্বকৃত মঙ্গলাচরণ-ব্যাখ্যা ঃ—

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ' ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ ॥ ২০ ॥

আরাধ্যত্রয়ের স্মরণে অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ২১ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ২২ ॥

শ্লোকচতুষ্টয়ে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ ঃ—

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার ।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥ ২৩ ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ২৫ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব ।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান ।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ২৯ ॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার ।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥ ৩০ ॥
সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দ শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভ ;
প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ৩২ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩৩ ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৪ ॥

লীলা-ভেদে গুরুদ্বয় ঃ—

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্র যে-মত নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৪। দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

৩৫। "তাঁহার"—উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব-বিচারে একবচন-ব্যবহার। পাঠান্তরে, 'তাঁ-সবার'।

অনুভাষ্য

পদাশ্রিত সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় আখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। তজ্জন্যও শ্রীগৌরভক্তগণ মাধ্ব-গৌড়ীয়-শব্দে সংজ্ঞিত হইতে পারেন।

৩২। গুরুদ্বয়-শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে বুঝায়। উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলা-ভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য।

৩৪। গ্রন্থকারের নিজ-কৃত শ্লোক—

[গ্রন্থকারঃ কৃষ্ণদাসোঽহং] গুরূন্ (বর্ত্মপ্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৄন্ গুরুগণান্ শ্রীনিত্যানন্দরঘুনাথরূপাদীন্) ঈশভক্তান্ (গৌরকৃষ্ণসেবকান্ শ্রীবাসাদীন্) কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ঈশং (স্বয়ং ভগবন্তম্) ঈশাবতারকান্ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদীন্) তৎপ্রকাশান্ (তস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য প্রকাশান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীন্ নিজগুরূন্) তচ্ছক্তীঃ (তস্য গৌরকৃষ্ণস্য শক্তীঃ—শ্রীগদাধর-দামোদর-জগদানন্দাদীন্) [অভিন্নাবরণাত্মক-তত্ত্বষট্কান্ অহং] বন্দে।

৩৫। শ্রীজীবপ্রভু—(ভক্তিসন্দর্ভে ২০২ সংখ্যায়)—"যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। *** প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাং তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি।

ছয় গোস্বামী ঃ—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩৬ ॥

তাঁহারাই গ্রন্থকারের শিক্ষা-গুরুবর্গ ঃ—

এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার ।

তাঁ'সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

ঈশভক্ত ঃ—

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান ।

তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ৩৮ ॥

ঈশাবতার ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার ।

তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৯ ॥

ঈশপ্রকাশ ঃ—

নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ ।

তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ৪০ ॥

ঈশশক্তি ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি ।

তাঁ'সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪১ ॥

স্বয়ং ঈশ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ।

তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪২ ॥

সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার ।

এই ছয় তেঁহো যৈছে—করিয়ে বিচার ॥ ৪৩ ॥

গুরুতত্ত্ব ঃ—

(১) দীক্ষাগুরু ঃ—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস ।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৪ ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। আবরণ—চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী ভক্তগণ প্রভুর আবরণ। সেই আবরণের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। সেই ছয়তত্ত্ব—গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য—যেরূপে তাঁহারই স্বরূপ তাহা এক্ষণে বিচার করিতেছি।

অনুভাষ্য

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যামানত্বাদ্বহূনাম্।" (২০৬ সংখ্যায়—) "শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্।" (২০৮ সংখ্যায়—) "তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ।" (২০৭ সংখ্যায়—) "অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ।" (২০৯ সংখ্যায়—) "যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তর্ম্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি, অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ।।" (২১০ সংখ্যায়—) "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তি-প্রার্থিগণের রুচিপ্রধান-পথই প্রশস্ত ; অজাতরুচিগণের ন্যায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুতঃ বিলাস-স্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব।

অনুভাষ্য

বিচারপ্রধান পথ রাগানুগগণের নহে। এতদুভয়ের প্রাক্তন শ্রবণ-গুরুই সেই সেই ভজনবিধি-শিক্ষাগুরু হন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষাগুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব ; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব ; এ বিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্র-দীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য-প্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহার উদ্ধার হয় না। গুরুসেবাদ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। 'আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন?'—এইরূপ অহঙ্কারকারী-জনের অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুদেবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।

৩৬। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—আদি ১০ম পঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট—আদি ১০ম পঃ ১৫৩-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ দাস—আদি ১০ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীগোপালভট্ট—আদি ১০ম পঃ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৭।২৭)—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

অনুভাষ্য

৩৮। শ্রীবাস—আদি ১০ম পঃ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। শ্রীঅদ্বৈত—আদি ৬ষ্ঠ পঃ।

৪০। শ্রীনিত্যানন্দ—আদি ৫ম পঃ।

৩৭-৪৫। শ্রীগৌরসুন্দরে অনন্ত প্রণতি, শ্রীঅদ্বৈতে ও শ্রীশিক্ষাগুরুতে কোটি প্রণতি, শক্তি ও ভক্ততত্ত্বে সহস্র প্রণতির সংখ্যাগত তারতম্য-দর্শনে মায়িক ভেদবুদ্ধি উদ্দিষ্ট হয় নাই।

গুরুদ্বয়, ভক্ত, ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বর-প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বরূপেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিলাস এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞায় কথিত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস, সুতরাং গুরুদেবে চৈতন্যদাস্য ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক। সেবাপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেব সেব্যের সেবা ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়বিগ্রহ-বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রে কথিত।

৪৬। বর্ণাশ্রমচারী ও তদিতরগণের কৃষ্ণভক্তি-লক্ষণরূপ স্বধর্ম্ম শুনিয়া উদ্ধব সেই ভক্তির অনুষ্ঠানবিষয়ে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ণিগণের স্বভাব বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাস-প্রসঙ্গে গুরুর প্রতি ব্যবহার বলিতেছেন,—

আচার্য্যং (গুরুং) মাং (মদীয়প্রেষ্ঠং) বিজানীয়াৎ। কর্হিচিৎ (কদাপি) ন অবমন্যেত (যত্র কুত্র কারণোদয়েহপি ন গর্হয়েৎ)। [যতঃ] গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ, [তং] মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (ঔপাধিক-জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্নধিয়া) ন অসূয়েত (নিজ-প্রাকৃতজাড্যেন মৎসরো ভূত্বা আত্মসমং ন ভাবয়েৎ)।

আচার্য্য—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।।" (—মনু ২।১৪০); "আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।"—বায়ুপুরাণ।

শ্রীভগবান্ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যত্বের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব—সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিশেষ জানিবেন। কৃষ্ণ-সহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাবরহিত হইয়া গুরুদেব কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নহেন—এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতা-নুভূতিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব-সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এইরূপ বলেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন, —"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তম--ত্বেনৈব মন্যন্তে।" তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব-স্তোত্রে বলিয়াছেন,—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(২) শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব ; তাঁহার দ্বিবিধ রূপ (ক) চৈত্ত্যগুরু, (খ) মহান্তগুরু ঃ—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজনহীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্ত-গুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্যগুরুভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্য-সাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা

শ্রীগীতগোবিন্দ—(৩।১)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৯ ॥

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ, গৌণরূপে নামপ্রেম-প্রচার—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার ।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ২২০ ॥
সেইভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥ ২২১ ॥

সম্ভোগরস-বিগ্রহ নন্দনন্দনই বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ গৌর ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার ।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ২২২ ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার ।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২৩ ॥

ব্রজললনার সহিত কৃষ্ণের নিত্যবিলাস ঃ—

শ্রীগীতগোবিন্দ (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ২২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৮। রাধিকা বিনা অন্য গোপীসকল কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না।

২১৯। কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

২২৪। হে সখি! অঙ্গসৌন্দর্য্যদ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর, কোমল করচরণাদিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করত ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২১৯। শ্রীরাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের রাসের মূলাশ্রয় রাধার উদ্দেশে গমনোপলক্ষে শ্রীজয়দেবের বাক্য,—

কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং (সম্যক্ সারভূতা রাসলীলা-বাসনা তয়া আবদ্ধা বন্ধনং দৃঢ়ীকরণায় সংযুক্তা শৃঙ্খলা নিগড়রূপা তাং রাসক্রীড়া-পরমাশ্রয়াং) রাধাং হৃদয়ে আধায় (আ-সম্যক্ প্রকারেণ ধৃত্বা) ব্রজসুন্দরীঃ (সর্ব্বাঃ গোপবধূঃ) তত্যাজ।

২২০। 'সেই রাধা-ভাব' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব,

গৌরাবতারে রসনিধান কৃষ্ণের নানাভাবে গোপীপ্রেম-রসাস্বাদন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন ।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৫ ॥

চৈতন্যদাসই চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে গৌরাবতার-রহস্যের জ্ঞাতা ঃ—

সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম ।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ২২৬ ॥

গৌরপার্ষদ ও গৌরভক্ত-বন্দনা ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস ।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥ ২২৭ ॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৮ ॥

এ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস-বর্ণন ; এক্ষণে বিস্তৃত ব্যাখ্যা—

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস ।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন, করিয়ে প্রকাশ ॥ ২২৯ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩০। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা —যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন—তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,— এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

অনুভাষ্য

প্রীতির আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকা, তাঁহার ভাব অর্থাৎ ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকসেবাপরা চিত্তবৃত্তি।

২২৪। হে সখি! অনুরঞ্জনেন (প্রীণনেন) বিশ্বেষাং (সর্ব্বাসাং গোপরামাণাং) আনন্দং জনয়ন্, ইন্দীবরশ্রেণী-শ্যামলকোমলৈঃ (হরিদ্বর্ণবিবিধ-সুকুমার-নীলপদ্মপ্রতিমৈঃ) অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্ (প্রাপয়ন্) স্বচ্ছন্দম্ (অসঙ্কোচং যথা স্যাৎ তথা) অভিতঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মধৌ (বসন্তসময়ে) মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব ক্রীড়তি।

২৩০। শ্রীরাধায়াঃ (বার্ষভানব্যাঃ) প্রণয়মহিমা (প্রণয়-মাহাত্ম্যঃ) বা কীদৃশঃ, অনয়া (রাধয়া) মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা (অপূর্ব্বমাধুর্য্যাতিশয়ঃ) যেন (প্রণয়েন) কীদৃশঃ বা আস্বাদ্যঃ, মদনুভবতঃ (মদনুভবাৎ) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) সৌখ্যং কীদৃশং বা—ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (তস্যাঃ ভাবেন আঢ্যঃ সমন্বিতঃ

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্ই তদীয় শরণাগত সাধকের প্রেমসিদ্ধি-দাতা ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দদ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না ; যেহেতু, তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

৪৯। নিত্য ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধাম লাভ করেন।

অনুভাষ্য

শ্রীগুরুদেব, শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়'-নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণের 'রূপ' ও 'স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দের ও তৎপ্রেষ্ঠের পাদ-সেবাধিকার-দাতা।

৪৮। সবিস্তার যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উদ্ধব যোগপন্থাকে বহ্বায়াসযুক্ত জানিয়া সংক্ষেপে ভগবানের নিকট ভক্তিযোগ-কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিতেছেন,—

হে ঈশ, তব কৃতং (ত্বৎকৃতমুপকারং) স্মরন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) ঋদ্ধমুদঃ (বৰ্দ্ধিতপরমানন্দাঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) ব্রহ্মায়ুষাপি (ব্রহ্মতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽপি) অপচিতিং (প্রত্যুপকারং আনৃণ্যং) নৈব উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। [যতঃ] যঃ (ভবান্) বহিঃ আচার্য্যবপুষা (মন্ত্রগুরুরূপেণ শিক্ষাগুরুরূপেণ বা) অন্তশ্চৈত্ত্য-বপুষা (অন্তর্যামিরূপেণ) তনুভৃতাং (শরীরধারিণাং জীবানাং) অশুভং (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশং) বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং (আত্মস্বরূপং পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং) ব্যনক্তি (প্রকাশয়তি)।

যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।৩০-৩৫)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫১ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫২ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশদ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন।

৫১। বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

৫২। আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে-প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

৫৩। এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টির লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

অনুভাষ্য

৪৯। নিশ্চল ভক্তিযোগে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ হইতে সকল উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয় জানিয়া যে-সকল ভজনশীল পণ্ডিত কৃষ্ণচিত্ত ও কৃষ্ণপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিবিষয়ক কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণকে তোষণ ও রমণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং (নিত্যমেব মৎসেবাযোগাকাঙ্ক্ষিণাং) প্রীতিপূর্ব্বকং (আদরেণ) ভজতাং (ত্যক্তান্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানানাং হরিসেবারতানাং) তং বুদ্ধিযোগং দদামি (তেষাং হৃদ্বৃত্তিষু অহমেব উদ্ভাবয়ামি) যেন তে মাং উপযান্তি (লভন্তে)। (স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেকদেয়স্তদেক-গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ)।

৫১। সৃষ্টি করিতে মানস করিয়া ব্রহ্মা অত্যধিক চিন্তা করিতেছিলেন। 'তপ' এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিষ্কপট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রসন্নতাক্রমে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেখানে নির্ম্মদ হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ ছয়টী শ্লোক বলিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

মে (মম ভগবতঃ) জ্ঞানং পরমগুহ্যং (নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানা-দেরপি শ্রেষ্ঠতমং) বিজ্ঞান-সমন্বিতং (ন কেবলং মদ্রূপস্য জ্ঞানং এব তুভ্যং দদামি, অপি তু কার্ষ্ণকৃষ্ণবিজ্ঞানেনানুভবেন যুক্তং)

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৪। পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বই 'অর্থ' অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্যস্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণ-স্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব ; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুইপ্রকার সম্বন্ধ ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া'। এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া।

অনুভাষ্য

সরহস্যং (তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি, তেনাপি সহিতং প্রেম-ভক্তিরূপং) তদঙ্গঞ্চ (তস্য রহস্যস্য অঙ্গং শ্রবণাদিভক্তিরূপং সাধনভক্তিযোগং সম্বন্ধজ্ঞানস্য সহায়ং) ময়া গদিতং (ত্বয়া অপৃষ্টমপি এতৎ ত্রয়ং কৃপয়ৈব ময়া, ন ত্বন্যেন কথিতং সৎ) গৃহাণ।

৫২। যাবান্ (যৎপ্রমাণাকারঃ, যাদৃশস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যতুঙ্গতা-বৃত্ততাদ্যৌচিত্যসংনিবেশবিশিষ্টাবয়বঃ স্বরূপতো যৎপরিমাণকঃ), অহং যথাভাবঃ (সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণঃ), অহং যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ (যানি রূপানি শ্যামত্ব-চতুর্ভুজত্ব-দ্বিভুজত্ব-গৌরত্ব-কৃষ্ণত্ব-রামত্ব-নৃসিংহত্বাদীনি, যে গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্মীপরিগ্রহ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি যস্য সঃ) তথৈব (তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব) তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভবঃ) মদনুগ্রহাৎ তে (তব) অস্তু। [সাধনভক্তি-প্রেমভক্ত্যোর্বৃদ্ধি-তারতম্যেনৈব মদ্রূপ-গুণ-লীলামাধুর্য্যানুভবতারতম্যে মৎস্বরূপা-দধিকতম-মাধুর্য্যং পরম-দুর্ল্লভং কৃষ্ণস্বরূপং মাং ব্রজভূমৌ ত্বং সাক্ষাদনুভবিষ্যসি। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্।]

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য,—ক্ষিতি-জল-তেজো-বায়ু-আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূলজগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূত অবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণ চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য।

অনুভাষ্য

৫৩। অহং (অহং-শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে, ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম, তদবিষয়ত্বাৎ ; আত্মজ্ঞানত্বাৎ পর্য্যকত্বে তু তত্ত্ব-মসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরম মনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহম্) এব অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং মহাপ্রলয়কালেঽপি) আসম্ ; অন্যৎ ন (ন কিঞ্চিৎ আসীৎ, "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। বৈকুণ্ঠ-তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণং—রাজাঽসৌ প্রযাতীতিবৎ) ; সদসৎপরং (সৎ কার্য্যং অসৎ কারণং তয়োঃ পরং) যৎ (যদ্ব্রহ্ম) তৎ অন্যৎ ন (তন্ন মত্তোঽন্যৎ ; যদ্বা, তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ, বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণ) ; পশ্চাৎ (সৃষ্টেরনন্তরমপি) অহম্ (এবাস্মি, বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ, প্রপঞ্চেষু অন্তর্যাম্যাকারেণ) ; যদেতৎ (বিশ্বং) তদপ্যহমেবাস্মি (মদনন্যত্বান্মদাত্মকমেব) [তথা প্রলয়ে] যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্মি। [কালাব্যবচ্ছিন্ন-নিত্য-লীলাবিগ্রহস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বকালে প্রকটতাস্তীত্যর্থঃ]।

৫৪। অর্থং (পরমার্থভূতং মাং) ঋতে (বিনা) যৎ প্রতীয়েত (মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতি-রিত্যর্থঃ), যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত (যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ), তৎ (তথালক্ষণং বস্তু) আত্মনো (মম পরমে-শ্বরস্য) যথাভাসঃ (আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়-প্রকাশাদ্ব্যবহিত-প্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবি-বিশেষঃ, স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সা) যথা তমঃ ('তমঃ-শব্দেন তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে' তদ্ যথা তন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং
যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (১)—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে-
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য,—প্রেম-রহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

৫৩-৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবতগ্রন্থে ১৮,০০০ শ্লোক ; সেই আঠার-হাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল এই চারিশ্লোকে। 'অহমেব' শ্লোকে—ভগবতত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। 'ঋতেহর্থং' শ্লোকে—ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথা মহান্তি' শ্লোকে—জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেমসম্পত্তিলাভরূপ পরম প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরম-প্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধক বিধিসকলকে আনুকূল্যভাবে 'অন্বয়' বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়াসকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক-শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম 'অভিধেয়' অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়।

৫৭। চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপুচ্ছধারী মৎশিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদকল্পতরু-পল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়ং) মায়াং (জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)।

৫৫। যথা মহান্তি ভূতানি (আকাশাদীনি) উচ্চাবচেষু ভূতেষু (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু) অপ্রবিষ্টানি (বহিঃস্থিতান্যপি) অনুপ্রবিষ্টানি (অন্তঃস্থিতানি ভান্তি), তথা [লোকাতীত-বৈকুণ্ঠ-স্থিতত্বেন অপ্রবিষ্টোঽপি] অহং তেষু (তত্তদ্গুণবিখ্যাতেষু) নতেষু (প্রণত-জনেষু) প্রবিষ্টো (হৃদি স্থিতঃ) [অহং ভামি অন্তকরণেষু দর্শনং দাতুম্ ; তথা অপ্রবিষ্টঃ বহিঃ স্থিতশ্চ তেষাং নয়নেষু স্বসৌন্দর্য্যমর্পয়িতুং, নাসাসু স্বসৌরভ্যং প্রবেশয়িতুং, তৈঃ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্ তেষাং কর্ণেষু স্বসৌস্বর্য্যামৃতং পূরয়িতুং, স্পর্শনালিঙ্গনাদি-দানৈস্তেষামঙ্গেষু স্বীয়সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যাদিকং চানুভাবয়িতুমিতি তেষু গুণাতীত-ভক্তেষু অন্তর্ব্বহির্ময়া ত্যক্তু-মশক্যেষু আসঙ্গ-সহিতৈব মম ক্রীড়া। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্ম-বশকারিণী প্রেম-ভক্তির্নাম-রহস্যমিতি সূচিতম্]।

৫৬। আত্মনঃ (মম ভগবতঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (স্বস্য শ্রেয়ঃ-সাধনে যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং (শ্রীগুরু-চরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্) [কিং তৎ] যৎ (একমেব বস্তু) অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধি-নিষেধাভ্যাং) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্যাৎ (ইতি)। [স্বর্গাপবর্গপ্রেমসু মধ্যে আত্মনঃ শ্রেয়ঃ কিমিতি প্রশ্নে—প্রেমা তু স্বস্যৈবান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধ্যতি, স্বর্গাপবর্গৌ তাভ্যাং তাবৎ ন সিদ্ধতঃ। যথা—জিজ্ঞাস্যেষু মধ্যে এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং, কিং তৎ? অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যোগাযোগাভ্যাং সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ দাস-সখি-গুরু-প্রেয়সীষু সর্ব্বদা নিত্যমেব মহাপ্রলয়-সময়েঽপীতি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসানাং আস্বাদনং ব্যঞ্জিতম্]।

৫৭। 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে অষ্টম শকশতাব্দীতে দ্রাবিড় যতিরাজ ত্রিদণ্ডি-শ্রীবিল্বমঙ্গলের উদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রাজবিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হন। বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দেবমঙ্গল প্রভৃতি। বিল্বমঙ্গল সাতশত-বর্ষকাল বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করেন। বল্লভভট্টের সহ সাক্ষাতের পর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের পূজাভার হরি ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠ-তালিকায়ও চিৎসুখাচার্য্য (কল্যব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয়

শিক্ষাগুরুরূপে দয়া ঃ—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

সাধুসঙ্গের কর্ত্তব্যতা ; সাধুগুরুর ধর্ম্ম, লক্ষণ ও স্বভাব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৬।২৬)—

তততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের ফল,—শ্রদ্ধা, ভাব ও প্রেমোদয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

ঈশভক্তের তত্ত্ব ও প্রকার-ভেদ ঃ—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত—তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৪।৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু।

৫৯। অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন।

৬০। সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা-সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

৬১। ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপে যাঁহার ভক্তি, তিনিই অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের অবস্থিতি-স্থান।

৬২। সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না ; আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অনুভাষ্য

লীলায় প্রবেশ-লালসায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-গীতের আদিতে ত্রিবিধ গুরুবর্গের জয় উল্লেখ করিয়াছেন।—

মে (মম) গুরুঃ (বর্ত্মপ্রদর্শক-শ্রবণগুরুঃ) চিন্তামণিঃ জয়তি। [মন্ত্রগুরুঃ] সোমগিরিঃ জয়তি। [চৈত্ত্যঃ] শিক্ষাগুরুঃ শিখিপিঞ্ছ-মৌলিঃ (শিখিপিঞ্ছৈরেব মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ) ভগবান্ (বৃন্দাবনচন্দ্রো) জয়তি। যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু (যস্য ভগবতঃ পাদৌ এব কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু পদ-নখাগ্রেষু) জয়শ্রীঃ (জয়া চাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষ্মীঃ বৃন্দাবনে-শ্বরীত্যর্থঃ) লীলাস্বয়ম্বররসং (লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যঃ স্বয়ম্বর-স্তদ্রসং সুখং) লভতে।

৫৮। কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত্য-শিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন।

৫৯। উর্ব্বশী পুরূরবার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি শোকে অধীর হইয়া বর্ষকালব্যাপী অনুতাপ করেন, পরে বিবেক লাভ করিয়া সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই আখ্যায়িকা বলেন,—

ততঃ দুঃসঙ্গং (যোষিৎসঙ্গং যোষিৎসঙ্গিসঙ্গং চ) [দূরে] উৎসৃজ্য (বিহায়) বুদ্ধিমান্ (সদসদ্‌বিবেকী) সৎসু (বিরক্তেষু হরিজনেষু) সজ্জেত (হরিজনসঙ্গং সর্ব্বাত্মনা কুর্য্যাৎ)। [যতঃ] সন্তঃ (সাধবঃ) অস্য (বিষয়াভিনিবিষ্টস্য) মনোব্যাসঙ্গং (বিরুদ্ধামাসক্তিম্) উক্তিভিঃ (সদুপদেশৈঃ) ছিন্দন্তি (নাশং কুর্ব্বন্তি)।

৬০। দেবহূতি নিজপুত্র কপিলদেবের নিকট নিজশ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে কপিলের উক্তি,—

সতাং (হরিজনানাং) প্রসঙ্গাৎ (প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ) মম বীর্য্য-সংবিদঃ (বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাঃ সুখদাঃ) কথা ভবন্তি। তজ্জোষণাৎ (তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ) অপবর্গবর্ত্মনি (অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ এব বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ) [প্রথমং] শ্রদ্ধা [ততঃ] রতিঃ (ভাবঃ, ততঃ) ভক্তিঃ (প্রেমা) আশু (শীঘ্রং) অনুক্রমিষ্যতি (অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি)। [প্রথমং শ্রদ্ধা, ততঃ সৎ-সঙ্গঃ, সঙ্গাৎ তৎকথাশ্রবণে তৎসেবনপ্রবৃত্তিঃ ভজনক্রিয়া, ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথাঃ, ততস্তা এব কথা নিষ্ঠা-মুৎপাদয়ন্ত্যো মন্মাহাত্ম্যবেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি, ততো রুচি-মুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যাস্বাদনাৎ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তির্ভাবঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি]।

৬১। একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরবস্তু সর্ব্ব-শক্তিমান্। ভক্ত তাঁহার শক্তিজাতীয়স্বরূপ ; শক্তিমান্ জাতীয় বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে সেবাবৃত্তি ভজনশীল ভক্তে অবস্থিত, সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তরূপ আধারে স্থিতি।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥

ঈশাবতারের প্রকার ঃ—

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার ॥ ৬৫ ॥

শক্ত্যাবেশ-অবতার—তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু, ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥

ঈশ-প্রকাশের লীলাভেদ ঃ—

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত' বিলাস ॥ ৬৮ ॥

ঈশপ্রকাশ ঃ—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের 'মুখ্য প্রকাশ' ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

৬৪। ভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ ও সাধক। ভগবৎ-পার্ষদগণ সিদ্ধসেবকমণ্ডলী। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যপর হইয়া পরব্যোমে অবস্থিত, কেহ কেহ মাধুর্য্যপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যাঁহারা সেবাসিদ্ধিলাভের জন্য বৈধ বা রাগানুগা সাধনভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক।

৬৫। অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার—মায়াধীশ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার-(গণ) গুণাবতার। যে-সকল শ্রেষ্ঠ জীবে কৃষ্ণশক্তিবিশেষের আবেশ হয়, তাঁহারা শক্ত্যাবেশাবতার।

অনুভাষ্য

৬২। পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্ব্বাসা ঋষি অপরাধ করায় বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে তিনি সকল দেবতার সাহায্যপ্রার্থী হন। অবশেষে ভগবান্ (বিষ্ণু) দুর্ব্বাসা ঋষিকে অম্বরীষের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকে ভাগবত-সাধুগণের পরম মহত্ত্ব জানাইয়াছেন,—

সাধবঃ মহ্যং (মম) হৃদয়ং (প্রাণতুল্যাঃ), সাধূনাং তু অহং হৃদয়ম্। তে (সাধবঃ) মদন্যৎ (মত্তঃ অন্যৎ) ন জানন্তি, অহম্ (অপি) তেভ্যঃ (সকাশাৎ) মনাক্ (ঈষৎ) অন্যৎ ন [জানামি, ভক্তানামহমেব সর্ব্বাত্মনা সদা চিন্তনীয়ঃ, মমাপি মদনুশীলনৈক-পরাঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদা ভক্তাঃ সদা ধ্যেয়াঃ]।

৬৩। বিদুর মহাশয় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই শ্লোকদ্বারা অভিবন্দন করিলেন।—

হে প্রভো, ভবাদৃশাঃ তীর্থভূতাঃ ভাগবতাঃ (সন্তঃ) স্বান্তঃ-স্থেন (স্বস্য অন্তঃস্থিতেন) গদাভৃতা (ভগবতা বিষ্ণুনা) তীর্থানি (মলিনজনসম্পর্কেন অতীর্থানি সন্তি পুনঃ) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (মহা-তীর্থীকুর্ব্বন্তি) [ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেন]।

৬৫-৬৭। ঈশ্বরের—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের। লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে উপাস্য ও অবতারপ্রসঙ্গ এবং চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৮। 'ভগবানের'—স্বয়ংরূপের। চৈঃ চঃ মঃ, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য।

৬৯। "প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্"* (লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে)।

৭০। 'এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে।।' "মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। 'প্রাভববিলাস' এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি।।" (মধ্য, ২০শ পরিচ্ছেদ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮-৭০, ৭৬, ৭৮। দুইরূপে ভগবানের প্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। যে-স্থলে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ ও শ্রীবৃন্দাবনে রাস-লীলায় কৃষ্ণ যুগপৎ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকারভেদ ছিল না। একই বিগ্রহ বহুরূপ হইয়াছিলেন। তাহাই কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ। যেখানে স্বরূপের অন্যাকার হইয়া পড়ে ও আত্মসাদৃশ্য প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশস্থলে 'বিলাস'-নাম হয়। বৃন্দাবনে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপের বিলাসমূর্ত্তি।

---

* *'প্রকাশ' কোনরূপ ভেদের মধ্যে গণ্য নহে, যেহেতু তিনি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহেন।*

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩-৫)—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭১ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভবত্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ৭২ ॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে (১।২১)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

ঈশবিলাসঃ—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, 'বিলাস' তার নাম ॥ ৭৬ ॥

লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মরূপকথনে (১।১৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৮ ॥

ঈশশক্তি—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৯ ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১-৭৩। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীর মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময়ে সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্য-সহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

৭৪। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৭৫। একরূপে অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে 'প্রকাশ' বলে।

অনুভাষ্য

৭১-৭৩। তাসাং (মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং) দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে (একৈকরূপেণ) প্রবিষ্টেন যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং (স্বনিকটস্থং) (মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি) মন্যেরন্, [তেন] যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন কণ্ঠে গৃহীতানাং (উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাং) গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলৈঃ শোভমানঃ) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্ত। তাবৎ (তৎক্ষণমেব) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (দর্শনৌৎসুক্যেন অতি-ব্যাকুলমনসাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্ত সঙ্কীর্ণং) [নভঃ] অভবৎ (বভূব)। ততো দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ।

৭৪। বত (অহো) এতৎ চিত্রম্। একঃ (কৃষ্ণঃ) একেন বপুষা যুগপৎ পৃথগ্গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোড়শ-সহস্রং) স্ত্রিয়ঃ (মহিষীঃ) উদাবহৎ (উপযেমে)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্ম-সদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে 'বিলাস' বলা যায়।

৭৯-৮০। লক্ষ্মীগণ বৈকুণ্ঠে, মহিষীগণ পুরে অর্থাৎ দ্বারকা-পুরে, ব্রজে গোপীগণ তৃতীয় প্রকার শক্তি। সবাতে—সকলের মধ্যে। যাতে—যেহেতু, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্, (অতএব) তাঁহার ব্রজসঙ্গিনীগণ স্বয়ং স্বরূপশক্তি।

৪৪-৮০। 'যদ্যপি আমার গুরু' (৪৪ সংখ্যা) হইতে 'সাধকগণ আর' (৬৪ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—গুরু ও ভক্ত, এই দুই তত্ত্বের বিচার। 'ঈশ্বরের অবতার' (৬৫ সংখ্যা) হইতে 'পৃথু ব্যাসমুনি' (৬৭ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—ঈশ ও তদবতার-বিচার। 'দুইরূপে হয়' (৬৮ সংখ্যা) হইতে 'প্রদ্যুম্নাদি-সঙ্কর্ষণ' (৭৮ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—তাঁহার 'প্রকাশ'-'বিলাস'-বিচার। তৎপরে 'ঈশ্বরের শক্তি হয়' (৭৯ সংখ্যা) হইতে 'স্বয়ং ভগবান্' (৮০ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—তাঁহার শক্তি-বিচার।

অনুভাষ্য

৭৫। একদা (একস্মিন্ কালে) একস্য রূপস্য যা অনেকত্র প্রকটতা, সর্ব্বথা তৎস্বরূপা (আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকস্বরূপা) এব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে।

৭৭। তস্য (মূলরূপস্য) যৎ স্বরূপং অন্যাকারং (বিলক্ষণাঙ্গ-সন্নিবেশং), বিলাসতঃ (লীলা-বিশেষাৎ) প্রায়েণ (কৈশ্চিদ্গুণৈ-রূপাধিকং) আত্মসমং (নিজমূলরূপতুল্যং) শক্ত্যা ভাতি, স বিলাসঃ নিগদ্যতে।

৭৮। বলদেব—স্বয়ংপ্রকাশ। নারায়ণ—প্রাভববিলাস।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—তাঁর সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৮১ ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এ-সবার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ ॥ ৮২ ॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮৩ ॥

আদি চৌদ্দ শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৮৪॥

সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের উপমার সার্থকতা ঃ—

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটীসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥ ৮৫ ॥

'গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ' ঃ—

সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্ব-শৈলে করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥ ৮৭ ॥

'তমোনুদৌ' ও 'শন্দৌ' ঃ—

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৮৮ ॥

অহৈতুকী দয়ার নিদর্শন ঃ—

এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান ॥ ৮৯ ॥

কৈতবের সংজ্ঞা ঃ—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥ ৯০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯১ ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৯২ ॥

উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকায়—

"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবং নিরস্তং" ইতি ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। 'স্বয়ংরূপ' 'তদেকাত্ম' ইত্যাদি ভাগবতামৃত শ্লোক-বিচারে দ্বিভুজ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার সমান। কায়ব্যূহ অর্থাৎ স্বীয় কায়বিস্তার। সেই স্বরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণ লইয়া তাঁহার আবরণ। আবরণ ও বেষ্টিত-তত্ত্ব একত্রবিচারে পূর্ব্বোক্ত ছয়তত্ত্বের একত্ব-নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় কেবল অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-বিচারে সিদ্ধ হইল।

৮৪। উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারবিনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

৮৫। নিজধাম—জ্যোতিঃ।

৮৬। পূর্ব্বশৈলে—গৌড়রূপ উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে।

৯১। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

৯২-৯৩। তার মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামিপাদ তজ্জন্যই প্র-শব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

৮৪। গৌড়োদয়ে (গৌড়দেশঃ এব উদয়াচলঃ তস্মিন্) সহোদিতৌ (এককালে উদয়ং প্রাপ্তৌ) পুষ্পবন্তৌ (যুগপৎ দিবাকরনিশাকরৌ, অতঃ) চিত্রৌ (আশ্চর্য্যৌ) শন্দৌ (কল্যাণ-প্রদৌ) তমোনুদৌ (অন্ধকারবিনাশকৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যা-নন্দৌ [অহং] বন্দে।

৯১। মহামুনিকৃতে (শ্রীনারায়ণমহামুনিরচিতে) অত্র শ্রীমদ্ ভাগবতে (শ্রীমতি শোভাময়ে ভাগবতে) প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ (প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং নিরস্তং কৈতবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মকং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ কেবল ভগবৎসেবালক্ষণঃ) সতাং (হরিজনানাং) নির্ম্মৎসরাণাং (কামক্রোধলোভমোহমদ-মৎসরশূন্যানাং) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মজ্ঞানশাস্ত্রনিরাসপরত্বাৎ) ধর্ম্মঃ [বর্ণিতঃ]। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিকাধি-ভৌতিকাধিদৈবিক-পাপবিনাশকং) শিবদং (মঙ্গলপ্রদং) বাস্তবং (শশ্বৎ পারমার্থিকম্ অদ্বয়ং) বস্তু বেদ্যম্। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ) কৃতিভিঃ (সুকৃতিবদ্ভিঃ) হৃদি তৎক্ষণাৎ সদ্যঃ (কালব্যবধানরহিতঃ) ঈশ্বরঃ অবরুদ্ধ্যতে।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥ ৯৪ ॥

নিতাই-গৌরের কৃপার ফল ঃ—

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

তত্ত্ববস্তুর পরিচয় ঃ—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

সূর্য্য-চন্দ্র অপেক্ষা তাঁহাদের উপাদেয়তা ঃ—

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৭ ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮ ॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥ ৯৯ ॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ ১০০ ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥ ১০১ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥ ১০২ ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্টপূরণ ॥ ১০৩ ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ১০৪ ॥
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১০৫ ॥

অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনের স্বশাস্ত্রে উক্তি—

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইতি ॥ ১০৬ ॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ ॥ ১০৭ ॥

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রসতত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥ ১০৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। এই পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকলই জীবের (বিকৃত) স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করত বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৯৯। দুই ভাগবত অর্থাৎ ভাগবত-শাস্ত্র ও ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত। এই দুইএর সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস প্রদানপূর্ব্বক জীবের প্রেমে বশ হইয়াছেন।

১০২। জগতের ভাগ্যে—সেই দুই ভাই-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ক্রমশঃ এই জগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে, ইহাই জগতের ভাগ্য।

গৌড়ে—মল্লদহজেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় ভূপতিগণ সাম্রাজ্যসিংহাসন শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে গৌড়ভূমি বলা যায়। সেই গৌড়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া মিলিত হইয়া উদিত হন।

১০৬। পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে।

১০৭। "কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে"—এইস্থলে পাঠান্তরে "সর্ব্ব-তত্ত্ব জ্ঞান হইবে" পাওয়া যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১০৬। মিতঞ্চ (প্রজল্পরহিতং প্রয়োজনমাত্রং) সারঞ্চ (উদ্দেশকং) বচঃ হি বাগ্মিতা (বাক্‌পটুতা)।

১০৭। মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোকে দ্বাদশপ্রকার দোষের উল্লেখ এবং বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশপ্রকার দোষ লিখিত আছে। স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা—১। অজ্ঞান—জড়দেহে আমি-বুদ্ধি ; ২। বিপর্য্যাস—জড়ভোক্তার অভিমান ; ৩। ভেদ—দ্বিতীয়াভিনিবেশ ; ৪। ভয় ও বিরূপ গ্রহণ ; ৫। শোক—এই পাঁচটী অজ্ঞান।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।